কুষ্টিয়ায় নতুন করে ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে আজ জেলার ১২৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে জেলায় আজ নতুন করে ৩০ জনকে আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে ৯ জন, মিরপুরে ১ জন, সদরে ১৮ জন, কুমারখালীতে ১ জ্ন, খোকসায় ১ জন । (ফলোআপ সদর১, দৌলতপুর১, ভেড়ামারা১)
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় আক্রান্ত ১৮ জনের ঠিকানা জুগিয়া ১জন, হাউজিং স্টেট ১ জন, পশ্চিম মজমপুর ২ জন, পুলিশ লাইন ১ জন, থানাপাড়া ১ জন, উত্তর আমলাপাড়া ১ জন, পূর্ব মজমপুর ২ জন, সিএসবি রোড, আমলাপাড়া ১ জন, এন এস রোড ১ জন, কাস্টমস মোড় ১ জন, চৌড়হাস ১ জন, বারখাদা ৪ জন ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ১ জন।

মিরপুর উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা মালিহাদ। দৌলতপুর উপজেলায় আক্রান্ত ৯ জনের ঠিকানা দফাদারপাড়া ৪ জন, মহেশকুণ্ডি ৪ জন, আদাবাড়িয়া ১ জন। কুমারখালী উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা তারাপুর। খোকসা উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা চড়পাড়া।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে পুরুষ ১৯ জন, মহিলা ১১ জন। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ৬৫২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হল।

সিভিল সার্জন ডা: এএইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন মোট ২৫৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন ৩৬১ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩৪ জন। এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১১ জন।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণের শিকার দশম

শ্রেনির ছাত্রী

আলমডাঙ্গায় প্রেমের অভিনয় করে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে দশম শ্রেনির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষিতা গতকাল বুধবার (১ জুলাই) বিকালে থানায় এসে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাইলে মামলা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে ওই ছাত্রী।

তবে থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, “একজন কারো বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দিলেই তো মামলা হয় না। আগে খোঁজ-খবর নিতে হয়। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে যদি ঘটনার সত্যতা পাই তাহলে মামলা নেওয়া হবে।”

ধর্ষিতার চাচাত ভাই সুজন জানান, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনির ছাত্রীকে (ভোকেশনাল) প্রেম নিবেদন করে আসছিল পাশ্ববর্তী বন্দরভিটা গ্রামের মুন্নাফ আলীর ছেলে সুমন। সুমনের বোন ওই ছাত্রীর চাচাত ভাই বিপ্লবের স্ত্রী। আত্মীয়তার সুযোগে সুমন অবাধে তার দুলাভাই বিপ্লবের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। বিপ্লব ও তার মা সুমনের সাথে প্রেমে উৎসাহিত করে তুলতো ওই ছাত্রীকে। এতে ছাত্রী কিছুতেই রাজি হয়নি।

সূত্র জানায়, ছাত্রীর অনিচ্ছায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব ও তার মা সুমনকে বাঁকা পথে পরিচালতি করে। গত ২৯ জুন সন্ধ্যার আগে ছাত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুমনের সাথে মোটরসাইকেলে মাঠের রাস্তায় ঘুরতে পাঠায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুমন ছাত্রীকে নিয়ে পোলতাডাঙ্গা- মহেশপুর গ্রামের মাঝের নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়। মাঠের নির্জন জায়গায় গিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে ছাত্রীকে শ্লীলতাহনির চেষ্টা করে। ছাত্রী বাঁধা দিলে তাকে মারধরও করা হয়। এ সময় জোর করে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে ছাত্রীকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সুমন।

নির্জন রাস্তায় মোটরসাইকেল দেখে পথচারী মহেশপুর গ্রামের আশকার ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এ সময় পাশের পাট ক্ষেত থেকে মেয়ে কণ্ঠের কান্না শুনে ধরে ফেলেন আশকার। ধরা পড়ার পর সুমন আশকারকে মারধর করে দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে মোবাইল করলে আত্মীয়স্বজন এসে মাঠ থেকে ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যান।

সুজন আরো জানান, দু‘দিন ধরে বিপ্লব ও গ্রামের কয়েকজন লোক থানায় মামলা না করতে চাপাচাপি করতে থাকে। কিন্ত ছাত্রীটি দৃঢ় হয়ে গতকাল

বুধবার বিকালের দিকে থানায় এসে হাজির হয়।

চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করলে কঠোর অবস্থানে যাবে সরকার

এবার বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার পরও কেউ যদি চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন তাহলে সরকার কঠোর অবস্থানে যাবে। প্রয়োজনে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

বুধবার (১ জুলাই) মন্ত্রীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এক সেমিনারে একথা বলেন তিনি। সভার সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় চালকল মালিক সমিতির দুজন করে প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখেন, সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী গুদামে চাল সরবরাহ করেন, যদি তা না করেন তবে সরকার চাল আমদানিতে যেতে বাধ্য হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, করোনাকালীন সবাই বিপদগ্রস্ত। এবার না হয় লাভ একটু কম করলেন। প্রত্যেক বার লাভ সমান হয় না। এবার মানুষকে সেবা করার সুযোগ রয়েছে। সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ২০১৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিল মালিকদের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে।

২০১৭ সালে হাওড়ে বন্যার সময় সরকারিভাবে চাল সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত

হলে সরকার চাল আমদানির ওপর ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছিল ফলে ৪০ লাখ মেট্রিক টন চাল বিভিন্নভাবে আমদানি করা হয়। সে কারণে সেই বছর মিল মালিক এবং কৃষক উভয় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তিনি বলেন, কৃষক বাঁচলে ধান উৎপাদন হবে এবং আপনারা চালকল মালিকরা বেঁচে থাকবেন। কৃষক যাতে বিপাকে না পড়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক যেন ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য এবার আট লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, যেহেতু খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের সঙ্গে আপনাদের ব্যবসা সবসময় করতে হবে, লাভ বেশি হলে চাল সরবরাহ করবেন, লাভ কম হলে চাল সরবরাহ করবেন না- এটা হতে পারে না।

সূত্র- ইত্তেফাক

নভেম্বরেই দৃশ্যমান হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু

আগামী নভেম্বরের মধ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেতুর সার্বিক উন্নয়ন কাজ জুন মাস পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর নদী শাসনের কাজ শেষ হয়েছে ৭৩ শতাংশ। একই সঙ্গে মূল সেতুর উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৮৯ শতাংশ। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে এ তথ্য জানান।

গত ১০ জুন ৩১তম স্প্যান স্থাপনের ২০ দিন পর গত মঙ্গলবার বসানোর কথা ছিল পদ্মা সেতুর ৩২তম স্প্যানটি। মাওয়া প্রান্তে ৪ ও ৫ নম্বর পিলারের ওপর এটি বসানোর সব প্রস্তুতিও ছিল। তবে নদীর তীব্র স্রোতের কারণে এটি নির্ধারিত সময়ে বসানো সম্ভব হয়নি। তবে স্প্যান না বসানো হলেও সেতুর মূল উন্নয়নে এটি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে

জানান, ‘জুলাই ও আগস্টে নদীর স্রোত আরো বাড়তে পারে। আর না বাড়লেও যে স্রোত রয়েছে এমনটি থাকলেও স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। তবে স্প্যান বসানো না গেলেও পদ্মা সেতুর উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না। অন্যান্য কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। স্রোত হ্রাস পেলে একই সঙ্গে একাধিক স্প্যান বসানো হবে।’

গত ১০ জুন জাজিরা প্রান্তে ২৫ ও ২৬ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় ৩১তম স্প্যান। জাজিরা প্রান্তের ২০টির মধ্যে ওই স্প্যানটি ছিল শেষতম স্প্যান। এতে বসে যাওয়া ৩১তম স্প্যানের মধ্যে ২৯টি স্প্যান একসঙ্গে যুক্ত হয়।

নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে আরো বলেন, ‘নদীর স্রোত অব্যাহত থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্রায় আড়াই মাসে কোনো স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। সাধারণত এই দুই বা আড়াই মাস স্প্যান বসানো যায় না। এটা আমাদের আগে থেকেই কর্ম পরিকল্পনায় ছিল। তবে আগামী নভেম্বরের মধ্যে সবগুলো স্প্যান বসানোর কাজ শেষ হবে।’

পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে জানান, ‘চলতি বছর এই সেতুর ১১টি স্প্যান বসানো হয়েছে। এর মধ্যে সারা দেশে সাধারণ ছুটির মধ্যে ২৭ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ৪টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আর লকডাউন উঠে যাওয়ার পর ১০ জুনের স্প্যানটিসহ করোনা দুর্যোগের মধ্যেও সেতুর মোট ৫টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আমরা আশা করছি যেভাবে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আগামী নভেম্বরের মধ্যেই মূল পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হবে।’

এদিকে, মাওয়া ওয়ার্কশপে আরো চারটি স্প্যানের প্রস্তুতিও চলছে দ্রুত গতিতে। তবে বর্ষায় আবহাওয়া শুষ্ক না থাকার কারণে স্প্যানগুলোর রং শুকাতে সময় বেশি লাগছে। এদিকে পদ্মা সেতুর ৪১টি স্প্যানের মধ্যে ৩৯টির মালামাল করোনা মহামারির আগেই এসেছে। বাকি দুটি স্প্যানের অধিকাংশ মালামালও মাওয়ার কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে পৌঁছেছে।

মাওয়া প্রান্তে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর পিলারের ওপর স্প্যান বসেছে আগেই। এই দুই স্প্যানের দু’পাশে বাকি স্প্যানগুলো বসে গেলেই নভেম্বরের মধ্যেই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৃশ্যমান হবে। চলতি অর্থ বছরে বড় প্রকল্পের মধ্যে সরকারের চতুর্থ সর্বোচ্চ বরাদ্দ পদ্মা সেতুতে। আগামী বছর জুন মাসে প্রকল্পটি

শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

তবে সূত্র জানায়, আগামী জুনের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করার লক্ষ্য থাকলেও মহামারি করোনার কারণে তা কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে। তবে সেতুর অন্যান্য উন্নয়ন কাজের সঙ্গে দ্রুত গতিতে রেলওয়ের স্লাব বসানোর কাজও এগিয়ে চলছে। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে দ্বিতল সেতুর ওপর দিয়ে সড়কপথ ও নিচের অংশে থাকবে রেলপথ। মূল সেতু নির্মাণের জন্য কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে চীনের ‘সিনো হাইড্রো করপোরেশন’।

সুত্র- ইত্তেফাক

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের দুই জনকে পুলিশে হস্তান্তর

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা শ্যালোমেশিন চোরচক্রের দুই হোতাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ জুন) ভোরে শ্যালো মেশিনের মোটরসহ ইমরুল ও সেলিম নামের দুই আন্তজেলা চোরচক্রের সদস্যকে ধরে পুলিশে দেওয়া হয়।

আটক ইমরুল কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার আব্দুল মান্নানের ছেলে এবং সেলিম কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় তাদের চোরচক্রের সক্রিয় সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা সাধারনত রাতের বেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ কাজে ব্যবহৃত শ্যালো মেশিনের মোটর চুরি করে থাকে।

জানা গেছে, সোমবার দিনগত রাতে আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর মাঠে আন্তজেলা এই চোরচক্রের সদস্যরা হানা দেয়। তারা মাঠ থেকে কৃষকের মোটর চুরি করে তাদের গাড়ি আসার অপেক্ষা করতে থাকে।

গাড়ি আসার আগেই কেশবপুর গ্রামের এক লোক চোরদের দেখে ফেলেন। তার চিৎকার চেচামেচিতে গ্রামের লোকজন তেড়ে ধরে ফেলেন ইমরুল ও সেলিম চোরকে। তাদেরকে গণধোলায় দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসী।

প্রাগপুর গ্রামের জালাল হোসেন জানান, সোমবার রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে তার একটি মোটর চুরি হয়েছে। তার আগে একই গ্রামের নীলচাঁদের মাঠ থেকে একটি মোটর চুরি যায়। একই সাথে বড় বোয়ালিয়া গ্রামের মিন্টু বিশ্বাসের মোটর চুরি হয়। একই গ্রামের জাহামত, শরিফ, আব্দুল কাদেরেরও একটি মোটর চুরি হয়। তারা থানায় মোটর চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন।

‘ময়ূরের’ মালিকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চডুবির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩২ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।ছবি-যুগান্তর
রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির ঘটনায় ময়ূর-২ লঞ্চের মালিক ও মাস্টারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত হত্যা মামলা হয়েছে।

নৌপুলিশ সদরঘাট থানার এসআই মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম মামলাটি করেন।

মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলাটি করা হয় বলে ওসি মোহাম্মদ শাহজামান নিশ্চিত করেছেন।

তিনি যুগান্তরকে বলেন, মামলার এজাহারে লঞ্চের মালিক মোসাদ্দেক হামিদ ফোয়াদ, মাস্টার, সুকানিসহ সাতজনের অবহেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। তাদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

গতকাল সোমবার সকালে দুই চালকের অসতর্কতায় বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবে প্রাণ হারান ৩২ জন নিরীহ যাত্রী।

সদরঘাটের খুব কাছাকাছি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ৯টা ১২

মিনিটে ‘এমভি ময়ূর-২’ লঞ্চের ধাক্কায় মুহূর্তে ডুবে যায় যাত্রীবাহী ছোট লঞ্চ ‘এমএল মর্নিং বার্ড’।

এদিকে লঞ্চডুবির ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের মতো উদ্ধার অভিযান চলছে। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে উদ্ধারকাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। তবে এখনও পর্যন্ত নতুন করে কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

দ্বিতীয় দিনের অভিযানে আরও একজনের লাশ উদ্ধার

রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের অভিযানে আরও একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল লাশটি উদ্ধার করে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালে ৩৩ জনে।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেল থেকে যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ৯টার দিকে বুড়িগঙ্গার শ্যামবাজার উল্টিগঞ্জ পয়েন্টে ময়ূর-২ লঞ্চের ধাক্কায় মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যায়। ওই ঘটনায় গতকালই ৮ জন নারী, ৩ জন শিশুসহ মোট ৩২ জন যাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়।

লঞ্চডুবির ঘটনায় আজ সকালে ময়ূর-২ লঞ্চের মালিক ও মাস্টারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত হত্যা মামলা হয়েছে।

নৌপুলিশ সদরঘাট থানার এসআই মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলাটি করেছেন। আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন থানার ওসি মোহাম্মদ শাহজামান।

এদিকে ময়ূর-২ এর ধাক্কায় ডুবে যাওয়া মর্নিং বার্ড লঞ্চটি এয়ার লেপ্টিংয়ের মাধ্যমে পানির নিচ থেকে ওপরে তোলা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে লঞ্চটি উদ্ধারের পর সেটিকে এখন তীরে নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। সুত্র-যুগান্তর

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী অটুট থাকুক শ্লোগানে মানব বন্ধন

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী অটুট থাকুক শ্লোগানে বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটির ব্যানারে মানব বন্ধন কর্মসুচি পালন করেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিসহ সংগঠনের সদস্যরা ।

’৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগ এবং অবদানের কথা স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন অংশগ্রহনকারীরা । দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট থাকার পক্ষে এবং সীমান্তে চীনা বাহিনীর হামলায় ২০ ভারতীয় সেনা হত্যার প্র্রতিবাদও জানান তারা বক্তব্যে।

মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক সরকারের সঞ্চালনায় সম্প্রতি (শনিবার) দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত এই মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন রতন সিংহ,গোলাম নবী দুলাল,সৈকত পাল প্রমুখ ।

বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করতে বিজ্ঞাপন বন্ধের দাবী

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে, বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়’ শীর্ষক ওয়েবিনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা এগারোটায় এই র্ভাচুয়াল সভা শুরু হয়। সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ গ্রহন করে। ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও

নতুন ধূমপায়ী তৈরি বন্ধে প্রচারণার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন জরুরী বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা বন্ধ করার দাবী জানিয়েছেন তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আইনে নিষিদ্ধ থাকলেও কোম্পানীগুলো বিভিন্ন অপকৌশলে বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রেখেছে। নতুন নতুন ধূমপায়ী তৈরি হলে ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। আমাদের হাতে অনেক গুলো টুলস আছে সেগুলো দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রতিরোধে করা যায়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন মেয়র এ্যালাইন্স ফর হেলদি সিটির সদস্য সচিব ও মানিকগঞ্জ পৌর মেয়র গাজী কামরুল হুদা সেলিম।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট(বাটা), এইড ফাউন্ডেশন, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, টিসিআরসি ও ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই র্ভাচুয়াল সভায় ডাব্লিউ বিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় অতিথি ছিলেন দ্যা ইউনিয়নের কারীগরি পরার্মশক মাহাবুবুল আলম তাহিন। এইড ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী তারিকুল ইসলাম পলাশ, আর্ন্তজাতিক সংস্থা সিটিএফকে প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর মাসুদ, নাটাবের প্রকল্প সমন্বয়কারী খলিল উল্লাহ,টিসিআরসি প্রকল্প ব্যবস্থাপক ফারহানা জামান লিজা।

জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে সভায় সাফ, ইপসা, রাণী, টিসিআরসি, সিয়াম, পদ্মা, সিয়াম, এসিডি, এইড, ডাস, সাবলম্বি, আশ্রয়, ডিডিপি, টোবাকো কন্ট্রোল লিডারস ইন বাংলাদেশ, বিসিসিপি, ম্যাক বাংলাদেশ, মৌমাছি, আলো, পিডিএস, সপ্নডানা, ওয়াল্ড ক্যান্সার সোসাইটি, সূচিতা, বিএনটিটিপি, বউকস, অগ্রদূতসহ ছাত্র-ছাত্রী ও সেচ্ছাসেবক অংশ গ্রহন করেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তামাক পন্য বিক্রয়ে আলাদা লাইসেন্সিং ব্যবস্থা করা জরুরী। লাইসেন্সিংয়ের আওতায় নিতে পারলেই যত্রতত্র তামাক পন্য বিক্রয় এবং প্রচারণা বন্ধ করা সম্ভব। নতুন ধূমপায়ী সৃষ্টি না হলেই প্রধানমন্ত্রীর তামাকমুক্ত বাংলাদেশ সম্ভব হবে। বক্তারা বলেন তামাক কোন উপকারী পন্য নয় যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন

নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ জরুরী।

বুড়িগঙ্গার পাড়ে কান্নার রোল, নিহত বেড়ে ৩০

রাজধানীর বুড়িগঙ্গায় যাত্রীবাহী লঞ্চডুবির ঘটনায় শ্যামবাজার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এখন পর্যন্ত ৩০ জনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও কোস্ট গার্ড।

নিখোঁজ অন্যদের উদ্ধারে এখনও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সোমবার সকালে সদরঘাটের শ্যামবাজার পয়েন্টে ময়ূর-২ নামের লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায় মর্নিং বার্ড লঞ্চ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও কোস্ট গার্ড। তাদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছেন স্থানীয়রাও।

এখন পর্যন্ত ৩০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ জন পুরুষ, ৫ জন নারী ও ২ জন শিশু।

এদিকে লঞ্চডুবির খবর পেয়ে শ্যামবাজার এলাকায় ছুটে আসছেন স্বজনরা। তাদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

ডুবে যাওয়া লঞ্চের যাত্রীদের এক স্বজন বলেন, লঞ্চডুবির ঘটনায় আমার চাচি, চাচাতো ভাই ও বড় ভাই নিখোঁজ রয়েছেন। খবর পেয়ে আমি মুন্সীগঞ্জ থেকে ছুটে এসেছি। তবে এখনও তাদের সন্ধান পাইনি।

ঢাকায় ডাক্তার দেখাতে আজ সকালে মুন্সীগঞ্জ থেকে তার আত্মীয়রা মর্নিং বার্ড লঞ্চে উঠেছিলেন বলে জানান তিনি।

আরেক স্বজন বলেন, আমার মামাতো বোন ও তার দুই সন্তান নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের সন্ধানে আমি এসেছি।

তিনি বলেন, আমার মামাতো বোন পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকেন। গ্রামের

বাড়ি থেকে সন্তানদের নিয়ে তারা আজ ঢাকায় ফিরছিলেন।

সূত্রে জানা গেছে, সকাল পৌনে ৮টার দিকে মর্নিং বার্ড লঞ্চটি অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে। পথে শ্যামবাজার পয়েন্টে ময়ূর-২ নামের লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে ডুবে যায় সেটি।

কেরানীগঞ্জের একটি ডকইয়ার্ড থেকে মেরামত শেষে ময়ূর-২ নদীতে নামানোর সময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

তবে ডুবে যাওয়া লঞ্চটি থেকে কয়েকজন যাত্রী সাঁতরে পাড়ে উঠলেও অন্যরা তলিয়ে যান বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক (বন্দর) একেএম আরিফ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, সকাল ৯টার দিকে মুন্সীগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা মর্নিং বার্ড লঞ্চটি সদরঘাটে বার্দিং করার আগ মুহূর্তে চাঁদপুরগামী ময়ূর-২ লঞ্চটি ধাক্কা দেয়। এতে সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক ছোট মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যায়। এ সময় লঞ্চটিতে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক যাত্রী ছিলেন বলে জানান তিনি। সূত্র-যগান্তর